এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ ও তাঁর চলচ্চিত্র

দেবাশিষ হালদার

সত্তর-আশির দশকে থিও এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ শুধুমাত্র গ্রীক চলচ্চিত্রের একজন পরিচিত চলচ্চিত্রকার হিসাবেই নয়, সমগ্র চলচ্চিত্র-বিশ্বে একজন সত্যিকারের সৃজনশীল ও মৌলিক চলচ্চিত্রকার হিসাবেই বিবেচিত। ১৯৭০ সালে প্রযোজক জর্জ প াপালিওসকে রাজি করিয়ে তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র Anaparastari (Reconstruction) ছবিটি তৈরী করেন।

এথেনস্‌-এর উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নিজেকে একজন আইনজীবী বলেই গণ্য করতেন। ১৯৫৩-১৯৫৭-এ এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিষয় পড়াশোনা করেছেন। সে সময় গদ্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর বেশ আধুনিক বিমূর্ত সংবেদনশীল মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এটা পরিষ্কার নয় যে, তিনি গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টিতে কখনও যোগদান করেছিলেন কি না, তবে পরবর্তীকালে ছবিগুলোতে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশের দশকে স্থূলমানের এবং গ্রামীণ দর্শকদের লক্ষ্যে গ্রীক চলচ্চিত্র মূলত মেলোড্রামা আর কমেডিতে নিমজ্জিত ছিল। মাইকেল ককেয়নিস আর নিকোস কউন্‌ডোরস্‌কে বাদ দিলে, মূমূর্ষ রাজনৈতিক অস্থিরতা, ট াকা-পয়সার অভাব, আর বিদেশী ছবির বাহুল্যে ভয়ানক প্রতিযোগিতার দণ গ্রীক চলচ্চিত্রে, সমসাময়িক গ্রীক সাহিত্য, শিল্প আর সংগীতের মতো পুনর্জাগরণ ঘটেনি।

এই অবস্থায় ষাট-এর দশকের শুতেই এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ জঁ-লূক-গোদারের A bout de souffle ছবিটি দেখার সুযোগ প ান। এবং বলেন, "That I thought 'that's it' I cann't do anything else. I have to work in this part of the arts."। ১৯৬২-তে এঞ্জেলোপউল্‌সের ফ্রান্সে যাওয়ার সুযোগ হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ায়। সেখানে সোরবন-এ সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে নাম লেখালেও, অনতিবিলম্বেই IDME ট্রঅর্থাৎ ফরাসী ফিল্‌ম স্কুলে ঢুকে পড়েন। তিনি ছাত্র হিসেবে ১৬ মি.মি. ছবি তৈরী শুরু করেন, কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় তাঁকে ওই কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পরে অবশ্য তা শেষ করার সুযোগ পান। যে ছবিটা ছিল আদপে একটা থ্রিলার। কিন্তু সে ছবি কখনও দেখানোর সুযোগ হয়নি। পরে ১৯৬৩-তে গ্রীসে ফিরে এসে এথেন্স -এর বামপন্থী দৈনিক 'Dimokratiki Allaghi' -তে চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি সেই কাগজে লিখেছেন।

১৯৬৫-তে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ Forminx story নামে একটি আপাত ডকুফিচার তৈরী করেন। ১৯৬৮-তে তৈরী করেন কুড়ি মিনিটের তথ্যচিত্র Ekpombi (The Broadcast) । ছবিটি Thessaloniki Festival -এ প্রাইজ পায়। তারপর ১৯৭০ সালে করেন Reconstruction ছবিটি ট্রাইমধর্মী। কাজের খোঁজে জামা নে গিয়ে, ফিরে আসার পর একজন গ্রীক কৃষক তার স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রেমিক কর্তৃক খুন হয়। যে খুনের কিনারা করতে গিয়ে, সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বিচারক, আসামীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে অপারগ হয়ে ওঠে। যে ছবিটি সম্পর্কে বিদ্যান সমালে াচকেরা বলেন, 'পিরানদেল্লিয়ান স্টোরি অফ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' - সেটাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গিয়ে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ একটা অনাড়ম্বর স্টাইল অবলম্বন করেন। যে স্টাইল বলে, তিনি দীর্ঘ ক্যামেরা মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে পর্যটক মনোরঞ্জনের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্রধর্মী একটা হিমেল ও জনমানবশূন্য গ্রীক ল্যান্ডস্কেপ উপস্থিত করেন পর্দায়। ছবিটি এঞ্জেলে াপউল্‌স্‌কে গ্রীসের নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে সামনের সারিতে স্থান করে দেয়।

এরপর ১৯৭২-এ করেন Meres tou 36 (Days of '36)। এরপর O Thiasos (The travelling player) ১৯৭৫-এ এবং ১৯৭৭-এ Kynigni (The hunters) ছবি তিনটিকে সমসাময়িক গ্রীক ইতিহাসের একটা অনুসন্ধান বলা যেতে প

ারে।

তাঁর ছবির শৈলীতে কারোর প্রভাব যদি লক্ষ্য করা যায় তো সে প্রভাব মিক্লোস ইয়ান্চো আর মাইকেলএ্যাঞ্জেলো অ ান্তেনিয়নির বলা যেতে পারে । ইয়ান্চো রীল মাপের যতিহীন চিত্রগ্রহণ আর আন্তেনিয়নির মন্থর ও ভাবধর্ম মেজাজের সংমিশ্রণ এঞ্জেলোপউল্স্ ছবিতে বিদ্যমান। এতদ্স্বত্ত্বেও, কেউ কেউ বলেন এঞ্জেলোপউল্স্ নিখাদ ব্রেখটধর্মী এপিক সিনেমার উদ্ভাবন করেন। যেখানে কিনা একটা আত্মবাচক আবেদনের দ্যোতনায় নান্দনিক ভাবাবেগ খেলা করে। দৃশ্যমান বাস্তবকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। দর্শকরা মূল চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে সুযোগ পায় না। তারা না পারে একটা ন াটকীয় বিকাশকে অনুসরণ করতে, না পারে ভরসা করার মতো একটা নীতিজ্ঞান। পরিচালক একই শট-এ বেমালুম বর্তম ান থেকে অতীতে বিচরণ করেন, এবং The huntersþ-এ চরিত্রগুলোর ফ্যান্টাসীর মোড়কে তাঁর এই নিরীক্ষা বিস্তৃত হয়ে ওঠে। The travelling playersþ-এর মতো ছবির ধাবমান গতি, যেটা নাচ-গানের দল, ১৯৩৯ থেকে ১৯৫২ সাল জুড়ে সারা গ্রীসে, তাদের আধ্যাত্মিক অভিনয় দর্শন করে বেড়ানো নিয়েই হল এই ছবির কাহিনী। দেখতে দেখতে মনে হয় ছবিটি তাঁর Days of '36 ছবিটিকে তাঁর একটা মাস্টারপীস বলে গণ্য করা হয়। যেটা একটা রাজনৈতিক থ্রিলার। জেলখানায় একটা হত্যার ঘটনাকে ঘিরে আবর্তিত। ছবিটিতে দৃশ্য-অদৃশ্যের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে পরিচালকের অফ্-স্ক্রীন স্পেস এবং অফ্-স্ক্রীন সাউন্ডের সবচেয়ে মৌলিক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বন্ধদরজা, বারান্দায় ফিসফিস কথাবার্তা, আর ছায়া মূর্তিদের ছুটোছুটি যা রহস্যের উদ্রেক করে, যে রহস্য ক্ষমতানুশীলনবেষ্টিত।

যাই হোক এবং The travelling players এবং The hunters -এ এঞ্জেলোপউল্স্ উপস্থাপিত করেন লোকায়ত অবচেতনা সম্পর্কিত তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যার আরও বিকাশ ঘটান তাঁর পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম ছবি Megalexandors -এ । বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ম্যাকডোনিয়ন রাজার পুনরবতার রূপে আবির্ভূত হয় এক দস্যু। যে গ্রামে বসবাসকারী কয়েকজন ইংরেজকে কিডন্যাপ করে এবং উঁচু পাহাড়ে চালান করে দেয়। কিডন্যাপাররা বৃটিশ সরক ারকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করে কিন্তু আশ্রয়দাতাদেরও খুন করতে থাকে। ছবিতে কাহিনী ঘিরে নানা দল যেমন---বিদেশী, সমাজবিচ্যুত, গ্রীসে আশ্রয় নেওয়া নৈরাজ্যবাদী, কাল্পনিক সাম্যদল প্রতিষ্ঠা করতে দলকেই মুখোমুখি নিয়ে আসেন। র াজনৈতিক দেবতা এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতাজনিত তাদের, অর্থাৎ সেইসব দেবতাদের নানা রকম ভনিতার বিদ্ধে এঞ্জেলে াপউল্স্ মতামত এই ছবির মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছবির উপস্থাপনাগুণ দেখবার মতো। বলা যায় সে নৈপুণ্যতা বাইজেনটাইন চমৎকারীত্বের স্তরে উন্নীত হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী ছবিতে এঞ্জেলোপউল্স্ পুনরায় সময়কে নিয়ে খেলায় ফিরে আসেন। ১৯৮৪ সালে নির্মিত সেই ছবির নাম Voyage to Cytherea. বৃদ্ধ একজন বিপ্লবী সেই ছবির প্রধান চরিত্র। যাকে নিয়ে জুলিও বোর্গি নামে এক চলচ্চিত্র পরিচালক একটা ছবি তৈরি করছে। যে বিপ্লবীকে ফিরে আসতে দেখা যায় রাজনৈতিক নির্বাসনের বছরগুলো থেকে অ াধুনিক এথেন্সের নৈতিক অধঃপতন আর রাজনৈতিক আপসের সময়ে। এবং তার স্বপ্নের গ্রীসকে বৃথাই খুঁজে পেতে চেষ্টা চালিয়ে যান সেই বৃদ্ধ বিপ্লবী, যে গ্রীসের জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন এবং আত্মত্যাগ করেছিলেন। বাস্তব আর কল্পনার এক পিরানেদেল্লীয় সংমিশ্রণ এঞ্জেলোপউল্স্ সৃষ্টি করেন এ ছবিতে। করতে গিয়ে সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে মাঝে মাঝে পরিচ ালকের পিতৃরূপে আবর্তিত করেন।

এরপর ১৯৮৬-তে তিনি তৈরি করেন The Beekeeper- এক অন্তরণ দৃশ্য দিয়ে যে ছবির শু। স্পাইরস একজন স্কুল শিক্ষক। শীতকালে, উত্তর গ্রীসের কোথাও তার মেয়ের বিয়ে। যার ফলে সে খুবই চিন্তিত। তার পারিবারিক ইতিহাসের কোনও এক অধ্যায় আছে। যে অধ্যায় তার কাছে খুবই অসোয়াস্তিকর। সে অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য রচনা করতে গিয়ে এঞ্জেলোপউল্স্ের ক্যামেরা সংযত অথচ দীর্ঘ তার হেঁটে চলাকে অনুসরণ করতেই থাকে। তার নদীর পার ধরে হাঁটা এবং ব্রীজ পেনো পর্যন্ত। দীর্ঘ আর সংযত সেই দৃশ্যের আকর্ষণ দর্শকের গভীর মনোযোগ জাগিয়ে তোলে। ঘটনাটি যেন মানুষটার আর একই সঙ্গে তার অতীতের --- যেখানে ফিরে য াওয়ার ফলে বর্তমানেও তাকে একটা অসোয়াস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে --- অর্থাৎ তার অবস্থার সহযাত্রী হতে আম াদের আহ্বান করে। কিন্তু ছবির বাদবাকী অংশ সেই প্রত্যাশাকে ভেঙেচুরে দেয়। আমরা সেই মানুষটার অতীত, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবন সম্পর্কে কদাচিৎ-ই জানতে পারি ছবিটি থেকে। আগের ছবিতে এঞ্জেলোপউল্স্ যদি তার দেশের

ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে থাকেন, চমৎকারভাবে এবং স্বকীয় মেজাজে, তবে এ ছবি হল যেন বর্তমানের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকা। তার নায়কের নিশ্চল চোখ দিয়ে তিনি এ ছবিতে দেখতে থাকেন তার দেশের বর্তমান পোড়ো আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

১৯৮৮-তে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ তৈরী করেন Landscape in the Mist । দুই ভাই-বোনের বাবাকে খুঁজতে বেনো নিয়েই এ ছবির কাহিনী বিন্যাস। আলেকজান্ডার আর ভলা। বাড়ি থেকে দুজনে বেরিয়ে পরে জার্মান যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা শুনেছে তাদের বাবা জার্মানে আছেন। জীবনে কখনও তারা তাদের বাবাকে দেখেনি । শুধু মায়ের কাছ থেকে শুনেছে মাত্র । তাদের দীর্ঘ যাত্রা, পরিক্রমা, তাদের প্রত্যাশা ---- যা আসলে পরিণত হয় জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণায়। অর্থাৎ এ জগৎ ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, প্রেম-মৃত্যু, শব্দ-নিঃশব্দে ভরা।

১৯৯৫-তে তিনি তৈরী করেন Ulysses' Gare নামে তার পরবর্তী ছবি। ছবিটি একেবারেই ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের সমস্যা এবং ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। ছবির বিবরণ তার সরল ধারা ছেড়ে শুধুমাত্র কালের নিরিখে না থেকে স্থানের নিরিখেও ভেঙে বেরিয়ে চলতে থাকে। চলতে থাকে ইতিহাস এবং আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা সামগ্রিক বিষয়ীগত বোঝাপড়ার শর্তে।

এ ছবিতে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ এমন নিখুঁত একটা চলচ্চিত্রীয় ভাষার সৃষ্টি করেন, যে ভাষা তাঁকে ইতিহাস সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে স্থান-কালের রূপাঙ্গিকে বলতে সুযোগ করে দেয়।

১৯৯৫-তেই ল্যুমিয়ের এ্যান্ড কোম্পানী চল্লিশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌কে আমন্ত্রণ জানান চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ছবি তৈরির জন্য, যে ছবি হবে অনধিক তিনটি শট-এ এবং বড় জোর ৫২ সেকেন্ডের মধ্যে। এঞ্জেলোপউল্‌স্‌-এর আমন্ত্রণই প্রমাণ করে বিশ্ব মৌলিক ও সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার হিসাবে এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ের স্থান কোথায়।

১৯৯৮-তে তিনি যে ছবিটি তৈরী করেন, সে ছবিটির নাম হল Eternity and a Day জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ানো আলেকজান্ডার নামে কবি। যে কবি অসম্পূর্ণ একটা কবিতা শেষ করবার চেষ্টায় ভাষা খুঁজে মরছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত এক গ্রীক কবির লেখা অসম্পূর্ণ একটা কবিতা । যিনি ইতালিতে বসবাস করতেন। গ্রীসে ফেরবার সময়ে আপামর জনসাধারণের ভাষা থেকে নেওয়া তার কাব্যে ভাষা তিনি বহন করে এনেছিলেন, তার কবিতা শেষ করার উদ্দেশ্যে। জটিল ব্যঞ্জনাধর্মী এর ছবিটির বহিরাভবনে গল্পটি হল জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এই কবি অর্থাৎ আলেকজান্ডার সেবাশ্রমে যাওয়ার আগে তার পরিবারকে বিদায় জানাতে চায়। বিদায় জানাতে চায় তার শৈশবকে, তার অতীতকে। জানাতে গিয়ে সে তার স্ত্রী আনা-র একটা চিঠি খুঁজে পায়। যে আনা এক বছর আগে মারা গেছে। সে এখন উপলব্ধি করে যে, আনা তাকে কত ভালবাসত। এই ছবি অসম্পূর্ণ কবিতার ভাষা অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের শেষ দিনে পৌঁছে তার তাৎপর্য অন্বেষণ বলা যেতে পারে। যে তাৎপর্য বা ভাষা সে খুঁজে পায় গৃহহীন এক আলবেনিয়ান শিশুর সঙ্গ লাভ করে।

এঞ্জেলোপউল্‌স্‌ এখনও বেঁচে আছেন এবং কাজ করে চলেছেন। চলচ্চিত্রে তাঁর স্বকীয়তা অর্জনের গু হিসাবে তিনি ওয়েলস এবং মিজোগুচির কাছে ঋণ স্বীকার করেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, " I have to talk about my life 'in films'. That is film-making is my second life, a parallel life. Faulkner said the world was created to become a novel. But in my case, I like to believe the world was created to become a film".

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com